সংবাদ

তারিখ 07 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

# শিক্ষাকর্তা, প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির যোগসাজশে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ

**প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)**

বাগেরহাটের শরণখোলায় শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির যোগসাযশে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়ার নামে বছরে সরকারি লাখ লাখ টাকা হাতানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উপবৃত্তি প্রদানের তালিকায় নাম থাকলেও বাস্তবে ওই নামের কোন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি না থাকলেও প্রতি মাসের টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ১১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থীকে স্কুলমুখী করতে উপবৃত্তির শতভাগ সুযেগা সুবিধা প্রদান করছে সরকার। ওই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উপজেলার বিদ্যালয় গুলোর প্রধান শিক্ষক, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা, উপবৃত্তির টাকা বিতরনের দায়িত্বে থাকা ব্যাংকের প্রতিনিধিরাসহ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির যোগসাযশে উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ১৫/২০ জন করে শিক্ষার্থীর ভুয়া নাম উপবৃত্তি প্রধানের তালিকায় অন্তভুক্ত করে প্রতি মাসে জনপ্রতি তিনশত টাকা করে বছরে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে সংশ্লিষ্টরা ভাগ ভাটোয়ারা করে নিচ্ছে। বিনিময় শিক্ষা কর্মকর্তারা স্কুল গুলোর শিক্ষকদের নানা অনিয়ম, দুর্নীতিসহ অপকর্ম ঢেকে রাখেন।

সম্প্রতি উপজেলার সুন্দরবন সংলগ্ন ৯৪ নম্বর মধ্য ধানসাগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ভুয়া শিক্ষার্থীর বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিসেস নাজমুন্নাহার তার স্কুলের উপবৃত্তির তালিকায় ১০/১৫ জন ভুয়া শিক্ষার্থীর নামের কথা স্বীকার করে বলেন, ৫ ক্লাসে মোট ৭৫ জন শিক্ষার্থী আছে তার বিদ্যালয়। প্রতি মাসে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ২ হাজার টাকা করে অফিস খরচ দিতে হয়। এছাড়া ব্যাংকের লোকেরা টাকা দিতে আসলে ২ অফিসারকে ১ হাজার টাকা সম্মানী দিতে হয়। সে টাকাগুলো আমি পাব কোথায়। তাই কয়েকজন ভুয়া শিক্ষার্থীর নাম উপবৃত্তির তালিকায় উঠিয়ে কিছু টাকা তুলে ওই খরচগুলো মেটাই। বিষয়গুলো বিদ্যালয়ের সভাপতি আবুল কালাম ও জানেন। এছাড়া বদলী হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করলে তার জন্য ১০ হাজার টাকা লাগবে বলে অফিস থেকে জানানো হয় তাকে। ভুয়া শিক্ষার্থীর নামে টাকা উত্তোলন শুধুমাত্র তার একার স্কুলে হয় না। এটা উপজেলার সকল বিদ্যালয়ের প্রধানরাই করে থাকেন। মাস শেষে (স্যারদের) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রত্যেক স্কুল থেকে ২/৩ হাজার টাকা করে অফিস খরচ দিতে হয়। অন্যথায় চাকরি করা মুশকিল হয়ে যায় বলে মন্তব্য করেন তিনি। অপরদিকে, বিদ্যালয়টির সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য আবুল কালাম বলেন, বিভিন্ন খরচ বহনের জন্য ২/৪ জন ভুয়া শিক্ষার্থীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় অফিস খরচের টাকা মাস শেষে প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ করতে হয়। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ আখতার হোসেন জানান, উপবৃত্তির নামে সরকারি টাকা আত্মসাতের বিষয়টি সঠিক নয়। এবং বিদ্যালয়গুলো থেকে মাসহোয়ারা আদায়ের প্রশ্নই ওঠে না। তবে কোন শিক্ষক ভুয়া শিক্ষার্থীদের নাম ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করে থাকলে তার বিরুদ্ধে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

**শরণখোলা**

**স্কুলপ্রতি ১৫/২০ জন ভুয়া ছাত্রের তালিকা করে জনপ্রতি ৩০০ টাকা করে লাখ লাখ টাকা হরিলুট**